"সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না, এই সার নীতি যার, সেই একমাত্র বিশ্বজয়ী হইতে পারে।"
যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ

মায়ের ডাক
MAYER DAK

www.mayerdak.com

"সত্যকে আজ হত্যা করে
অত্যাচারীর খাঁড়ায়
নেই কিরে কেউ সত্য সাধক
বুক খুলে আজ দাঁড়ায়"
—নজরুল

মাসিক বুলেটিন DL. No. 129/2000 E-mail : subhas.chkrbrty@rediffmail.com ফোন নং ঃ ৯২৩৯৭৬৯৯৩৮ ডিসেম্বর ২০১০ মূল্য ঃ ১ টাকা

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা গরিব, আদিবাসী সংখ্যালঘুদের জন্য বৈরী

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ মিজানুর রহমান বলেছেন, দেশের বিচার ব্যবস্থা গরিব, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু মানুষের জন্য বৈরী। ধনী ও বিচারপতিদের জন্য পরিচালিত আইন প্রয়োগ যেভাবে হয়, গরিব আদিবাসী ও সংখ্যালঘু মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় এক বিচারপতির ছেলেকে আটক ও পরে থানায় গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনতে ওই বিচারপতির প্রভাব বিস্তারের প্রসঙ্গে গত ২৩ নভেম্বর ২০১০ ঢাকার মোহাম্মদপুরে আয়োজিত এক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আদিবাসী মানুষরা অন্য নাগরিকদের মতো সমান অধিকার ভোগের দাবিদার। কিন্তু গরিব, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুরা বহুকাল থেকে এদেশে মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়ে আসছে। তাদের যখন নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তখন রাজনৈতিক দলগুলো হরতাল কর্মসূচী দেয় না। ড. মিজানুর রহমান বলেন, আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ড. সটফোন ফরোয়ানে। মূল বক্তব্য রাখেন ড. সাদেক হালিম। সভাপতিত্ব করেন সঞ্জীব দ্রং। প্রধান অতিথি ড. সটফোন ফরোয়ানে বলেন, আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ইউরোপিয় ইউনিয়ানের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। ইউরোপিয় ইউনিয়নের মানবাধিকার নীতির সঙ্গে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ইসু অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ড. সাদেক হালিম আদিবাসী নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে ও স্থানীয় সরকার জাতীয় পরিষদে সংরক্ষিত আসন নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বলেন, সংবিধান সংশোধন শুরু হয়েছে, এখনই আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু উৎপীড়ন অব্যাহত

নিজস্ব বাংলাদেশ প্রতিনিধি প্রেরিত ঃ—

* ৪ নভেম্বর ২০১০ রাতে, সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সুরানন্দ দেবনাথকে (৪০) আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাকে হত্যা করে নলজুর নদীতে লাশ ফেলে দেয়। স্থানীয় পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে একটি খুনের মামলা দায়ের করেছেন।

* গত ২৬ বছর পটুয়াখালী খাদ্য দপ্তরে একজন ঝাড়ুদার হিসাবে কাজ করে আসছিলেন কমল দাস নামে এক হিন্দু। আবেদন নিবেদন করেও তার চাকুরী স্থায়ী করণ করতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত ৫০ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে স্থায়ী চাকুরীর আশ্বাস পেয়ে সর্বস্ব বিক্রি করে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দেয়। শেষ মুহূর্তে দেখা যায়, তার স্থলে অন্য এক মুসলিম যুবককে স্থায়ী পদে নীয়োগ করা হয়েছে। হতাশায় বঞ্চিত কমল ২৮ অক্টোবর ২০১০, অফিসের মধ্যে বিষ পানে আত্মহত্যা করেন।

* ৩০ অক্টোবর ২০১০, তুচ্ছ বিবাদের কারণে মোটর সাইকেল চাপা দিয়ে হত্যা করলো ৭০ বছর বয়স্ক এক হিন্দু বৃদ্ধকে। বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার মহিষা গ্রামের বাসিন্দা নিকুঞ্জ রঞ্জন ঋষি দাসকে দ্রুত গতিতে মোটর সাকিল চালিয়ে এসে সজোরে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে হত্যা করে কাওসার মিয়া।

* বিলম্ব প্রাপ্তি সংবাদ অনুসারে, ১৫ অক্টোবর ২০১০, সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার খলাহাটি পুজামণ্ডপে পুলিশের লাঠিচার্জে ১৬ হিন্দু আহত হয়েছে। এসআই খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ নারী, শিশু ও পুরোহিতের ওপর হঠাৎ লাঠি চার্জ শুরু করে। স্থানীয় হিন্দুরা প্রতিবাদে পুজা বন্ধ করে দেয়। কালো কাপড় দিয়ে প্রতিমা ঢেকে দিয়ে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। দোষী পুলিশদের উক্ত থানা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

* ১৫ অক্টোবর ২০১০, ভোরে মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার পথে, ফেনি জেলার পৌর এলাকার দক্ষিণ সহদেবপুর গ্রামের হিন্দু মহিলা জ্যোৎস্না রানী শীলকে (৫৮) মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

* ১৫ অক্টোবর ২০১০, ঢাকা শহরে ৩৮ নং টিপু সুলতান রোডে অবস্থিত শঙ্খনিধি মন্দিরে আয়োজিত হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। সুত্রাপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম তুচ্ছ ঘটনাকে অজুহাত করে মন্দিরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার হিন্দুদের মনে তীব্র ক্ষোভ

এরপর দুয়ের পাতায়

মুখে মিস্ট অন্তরে বিষ ভরা। / সেই বন্ধুকে উচিত ত্যাগ করা।।—চানক্য

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে

কূটনৈতিক প্রতিবেদন ও নিউইয়র্ক প্রতিনিধি ঃ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে এবং বেশির ভাগ নাগরিকের ধর্মীয় অনুভূতির ব্যাপারে সরকার সংবেদনশীল। গত ১৭ নভেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত 'আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন ২০১০-এ কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে প্রকাশ্য সমর্থন জানালেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদানের ওপর হামলা বাংলাদেশে একটি সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। এ কথা বলার পাশাপাশি ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগেরও প্রশংসা করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে ২০১০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ১৯৮টি দেশের ওপর তৈরি করা এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান জানানোর ব্যাপারে সরকারের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে বাংলাদেশের হাইকোর্টের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানকে সংহত করেছে। সরকারের উচ্চপর্যায়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে আরও বলা হয়, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং আহমদিয়া সম্প্রদায় এখনো হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তবে এর সংখ্যা আগের প্রতিবেদনের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে।

প্রতিবেদনে আদিবাসী সম্প্রদায় এবং হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতনের ঘটনার বেশ কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় একাধিক বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় দৈনিকের বরাত দিয়ে এসব ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর এ বছর নির্যাতনের ঘটনা প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে।

প্রতিবেদনে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানানোর ব্যাপারে সরকারের অবস্থান নিয়ে তৈরি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্টের একটি আদেশে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করা হয়। এর মাধ্যমে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে আসে এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো কার্যত নিষিদ্ধ হয়। তবে সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। এ ছাড়া হাইকোর্ট ফতোয়াকেও বেআইনি ঘোষণা করেছে বলে এতে উল্লেখ করা হয়। তবে ২০০৯ সাল থেকে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা পর্যন্ত ৩৩টি ফতোয়া জারি করার ঘটনার খবর জানিয়েছে মহিলা পরিষদ নামের নারী অধিকার বিষয়ক সংগঠন।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বাধানিষেধের ব্যাপারে এতে বলা হয়েছে, দেশের সংবিধানে সব ধর্মের প্রচার, পালন ও চর্চার ব্যাপারে অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনো মিশনারির কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারির খবর পাওয়া যায়নি। ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে কোনো আর্থিক জরিমানা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় চারজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্ত্রী রয়েছেন। প্রতিবেদনে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইনের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী-বাঙালি সংঘর্ষের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। এ ক্ষেত্রে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সংঘর্ষের ঘটনা তুলে ধরা হয়।

এদিকে এই প্রতিবেদনের ব্যাপারে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

প্রথম আলো ২২ নভেম্বর ২০১০, ঢাকা

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু উৎপীড়ন অব্যাহত

প্রথম পাতার পর

দেখা দিয়েছে।

* ২ নভেম্বর ২০১০, গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার হিজলা গাড়ী কুমার পাড়া গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা কালীপদ পালের বাড়িতে প্রতিবেশী মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। খাজা খলিল মিয়ার নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা অবাধ লুটপাট চালায়। মন্দিরে ঢুকে উপাস্য লক্ষী প্রতিমা ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয়, এতে মন্দির পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হামলাকারীদের প্রহারে নবানু বিকাশ পাল (৪৫), শান্তি রানী পাল (৪২), আলো রানী পাল (১৮), ফেলানী রানী পাল (১৫) এবং কালীপদ পাল গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। (সূত্র ঃ বাংলাদেশ মাইনরিটিস ওয়াচ)।

* ৯ নভেম্বর ২০১০, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার মুড়াপাড়া বনিয়াদি হিন্দু ঋষিপাড়ায় শ্রীশ্রী কালীমন্দিরে স্থানীয় কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। পার্শ্ববর্তী মঙ্গলখালী গ্রামের মোঃ শাহীন ও মোঃ সুজনের নেতৃত্বে প্রতিমা ভাংচুর, লুটপাট সহ বেদম প্রহারে হিন্দুভক্ত কেশব চন্দ্র দাস, শ্রীমতি মালা রানী দাস ও শ্রীমতি রেণু বালা দাস গুরতর আহত হয়েছেন।

* ১৮ নভেম্বর ২০১০ বরিশাল জেলার সদর উপজেলার রাজরামচর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা অনুকূল চন্দ্র বাইনের বাড়িতে মুসলিম দুর্বৃত্ত ও স্থানীয় জামায়েত ইসলামী নেতা হাতেম আলী শিকদারের নেতৃত্বে হামলা সংগঠিত হয়। হামলাকারীরা বাড়ি, ঘর, ভাংচুর, লুটপাটসহ গৃহকর্তা অনুকুলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

* ১০ নভেম্বর ২০১০, নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর পারবতী গ্রামের হিন্দু বিধবা মায়ের এক মাত্র সন্তান বনধন মজুমদারকে (১৭) মুসলিম দুর্বৃত্তরা পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। স্থানীয় থানা একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। হত্যাকারী মোঃ সেলিম (৩২) মোঃ মফিজ উল্লা (২৫) মোঃ আনোয়ার হোসেন (২২) সহ অন্য হত্যাকারীরা সবাই ক্ষমতাশীল দলের অঙ্গ সংগঠন যুবলিগের সদস্য বলে জানা গেছে।

* সম্প্রতি রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার কারাঙছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সুগন্ধী ভূষণ চাকমাকে আগ্নেয়াস্ত্রধারী ইসলামী সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

* সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার সামনের খালী গ্রামে আদিবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ওপর আওয়ামী লিগ পোষ্য মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট সহ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। হামলাকারীদের প্রহারে সুমালি তরিপুরা, খোকন তরিপুরা ও শ্রীমতি মনিমালা তুরিপুরা গুরুতর আহত হয়েছেন।

* ২২ নভেম্বর ২০১০, চট্টগ্রাম জেলা শহরে নাসিরাবাদের বায়জেদি থানার রাকৌবাদ এলাকায় দেবদাস হাওলাদার (২৮) নামে এক হিন্দু যুবককে মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

* ২০ নভেম্বর ২০১০ সকাল ৯টায়, শেরপুর জেলার নকলা উপজেলা শহরে উত্তর বাজার এলাকায় হিন্দু ব্যবসায়ী শম্ভু পোদ্দারের বাড়ী এবং দোকানে স্থানীয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টির (বি. এন. পি) নেতাও মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ কামালের নেতৃত্বে হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা আগুন দিয়ে দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে। বসতবাড়িতে চুকে প্রতিমা ভাংচুর সহ লুটপাট করেছে।

* ১৯ নভেম্বর গভীর রাতে, লালমণির হাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার পূর্ববেইজ গ্রামে শতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু মন্দিরে মুসলিম দুর্বৃত্তরা আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। মন্দিরে পূজিত দেব মূর্তি ও ভাংচুর করেছে। মন্দির কমিটির সভাপতি দিলীপ কুমার সিংহ স্থানীয় থানায় এবিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

* ১৯ নভেম্বর ২০১০ সকালে, রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার শালজোর গ্রামের মহাশ্মশানে হিন্দু মহিলা ননীবালা সরকার (৮৫) নামে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ দাহ করতে গেলে, আওয়ামী লিগের পোষ্য মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ আশরাফুল ইসলাম তার দলবল নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় ননীবালার মৃতদেহ ৮ ঘণ্টা পর দাহ করা হয়।

* ১৮ নভেম্বর ২০১০ সকালে, গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পূর্বছাপড়াহাট গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা গোকুল চন্দ্রের বাড়িতে মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। স্থানীয় দুর্বৃত্ত মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের সশস্ত্র দল গোকুলের বসত বাড়িতে হামলা চালিয়ে দুটি ঘর সহ মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুর করেছে। হামলাকারীদের বেদম প্রহারে উক্ত পরিবারের ৫ ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন।

* ২৬ ও ২৮ নভেম্বর ২০১০ রাতে, মুন্সীগঞ্জ জেলার তিন মন্দিরে কতিপর মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে হিন্দু মন্দিরের সম্পত্তি লুটপাট করেছে। মিরকাদিম উত্তর মুরমা শ্যামসুন্দর আখড়া, টঙ্গীবাড়ির আবদুল সুনাপুরে লোকনাথ মন্দির ও শ্মশান মন্দির থেকে আনুমানিক তিন লাখ টাকার মালপত্র দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে গেছে।

* ২৭ নভেম্বর ২০১০ রাতে, রংপুর জেলা শহরে রংপুর সরকারী কলেজের পিওন হিন্দু তপন ভট্টাচার্যকে (৩৫) কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত নির্মমভাবে হত্যা করে তার লাশ রংপুর মেডিকেল কলেজের পিছনে ফেলে রেখে যায়।

* খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলার ২৫ আদিবাসী ও পানছড়ি উপজেলায় ২৯ পরিবার অশান্ত পরিস্থিতির কারণে, প্রাণভয়ে ১৯৮৬ সালে ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ১৯৯৩ সালে মাতৃভূমির টানে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু দীর্ঘ ১৭ বছর পরও বাংলাদেশ সরকার সর্বস্য হারানো ৫৪টি পরিবারকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে নাই। ভারত প্রত্যাগত শরনার্থী হিসাবে কোন রূপ স্বীকৃতিও দেয় নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে অমুসলিম শরণার্থী সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রতারণার খেলায় নেমেছে।

* ২৬ নভেম্বর ২০১০ সকালে, সাতক্ষিরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার কদমতলা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা সুরেন রায়ের এর জমিতে হামলা চালিয়ে, সাত বিঘা জমির পাকা ধান স্থানীয় এমপির ভাগ্নে ফজলুল হকের নেতৃত্বে লুট করে নিয়েছে। উক্ত এম পি বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির বলে জানা গেছে।

* ২০ নভেম্বর ২০১০, নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার হরিশপুর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা আনন্দ কুমার ঘোষের মেয়ে কলেজ ছাত্রী সাথী রানী ঘোষকে (১৭) আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে মুসলিম দুর্বৃত্ত মেহেদী হোসেন, আবদুর রাজ্জাক, মোঃ অঞ্জু মিয়া ও তার দলবল অপহরণ করে নিয়ে গেছে। পুলিশ এখন ও অপহৃতাকে উদ্ধার করতে পারে নাই।

* ১৭ অক্টোবর ২০১০ সন্ধ্যায়, গাজীপুর জেলা শহরে মধ্যপাড়া দুর্গপূজা মন্দিরে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। হামলাকারী ইমরান হোসেনকে (১৩) পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাস্থলে আনসার সদস্য জাহাঙ্গীর আলম (১৮) ও আজগর আলী (১৯) আহত হয়েছেন। অন্যদিকে ওই রাতে সদর উপজেলার পদ হারবাইন এলাকায় পূজা মণ্ডপে হাঙ্গামা করার অভিযোগ শাখাওয়াত হোসেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

* ১৬ অক্টোবর ২০১০ সন্ধ্যায়, ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলার বিন্দুভাঙ্গী গ্রামে পূজামণ্ডপে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে হিন্দু ভক্তদের মারধোর, ভাঙ্গচুর ও লুটপাট চালায়। ১৮ অক্টোবর পুনরায় দুর্বৃত্তরা হিন্দু পরিবারগুলির ওপর ব্যাপক হামলা করেছে। এ বিষয়ে স্থানীয় থানার একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

* ১৬ অক্টোবর ২০১০ রাতে, রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার গাহিন্দা ইউনিয়ন পরিষদের ৬নং ওয়ার্ডের সদস্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সুগন্ধী তঞ্চঙ্গ্যাকে (৪২) আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে।

* ১৬ নভেম্বর ২০১০, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর গ্রামের দলিত হিন্দু পরিবারের ওপর কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছে। বিনোদ ঋষি ও হরিপদ ঋষির দুটি ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। ৫টি ঘর ভাংচুর করেছে। দশটি হিন্দু পরিবারের সর্বস্য লুট করে নিয়েছে। দুর্বৃত্তদের প্রহারে ১৫ জন হিন্দু গুরুতর আহত হয়েছেন। হামলায় নেতৃত্বদানকারী আবু সইদ স্থানীয় আওয়ামী লিগ নেতা বলে জানা গেছে। স্থানীয় থানায় এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

* ২১ নভেম্বর ২০১০, খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার পলাশপুর এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসী কিশোরী বসতী ত্রিপুরাক (১৬) সম্ভ্রম লুণ্ঠনেরপর মুসলিম দুর্বৃত্তরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

* ৮ নভেম্বর ২০১০ বিকালে, পাঁচ বছর বয়সী আদিবাসী শিশু সোহাগী কিসকু খেলা করার সময় তাকে এক মুসলিম দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার শ্রীমন্তপুর গ্রামের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দোলাতুষ কিসকুর মেয়ে সোহাগী। দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত এলাকা থেকে আদিবাসীদের নিজ জমি থেকে উচ্ছেদ ও দেশ থেকে বিতাড়নের এক নোংরা চক্রান্ত চালিয়ে আসছে স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্তরা। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের একটি অঙ্গ বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

চাকমা রাজার বাসভবন আগুনে পুড়ে গেছে

রাঙামাটিতে চাকমা রাজার বাসভবন গতকাল বুধবার আগুনে পুড়ে গেছে। তবে এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

রাজা দেবাশীষ রায়ের মাসতুতো ভাই বিটু চাকমা জানান, তাঁর বাড়ি থেকে রাজার বাড়ি ৬০০ গজ দূরে। সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে রাজবাড়ী থেকে আগুনের শিখা উঠতে দেখে তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। কিন্তু তখন বাড়িতে ঢোকার কোনো উপায় ছিল না। আগুনে বাড়ির সবকিছু পুড়ে গেছে। তিনি জানান, এ সময় বাড়িতে রাজার পরিবারের কেউ ছিল না। চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় প্রতিম রায় জানান, বাড়িটি ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর তৈরি করা হয়। হ্রদের জলে রাজার পুরোনো বাড়িটি ডুবে যাওয়ার পর অস্থায়ীভাবে এই বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল। শহরে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন রাজদ্বীপ এলাকায় বাড়িটি অবস্থিত।

জানা গেছে, ঘটনার পর দমকল ও বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজন ঘটনাস্থলের দিকে যাওয়ার সময় ঘাটে আটকে যান। প্রায় আধা ঘন্টা পর তাঁরা নৌকাযোগে রাজদ্বীপ এলাকা পার হতে সমর্থ হন। আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে স্থানীয়দের একাধিক বক্তব্য পাওয়া গেছে।

কেউ কেউ বলেন, এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাঙামাটি স্টেডিয়াম এলাকা থেকে ওড়ানো ফানুস রাজার বাড়ির ছাদের ওপর পড়ে আগুন লেগেছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, রান্নাঘরের চুলা অথবা বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত।

জেলা প্রশাসক সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পুলিশ সুপার মাসুদ উল হাসান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

সঠিক জিনিষ ছেড়ে দিয়ে নকলের দিকে ধায়। / তারা আসল নকল উভয়ই হারায়।। — চানক্য

পাকিস্তানের 'পাক' কোথায়!

হাসান ফেরদৌস

একসময় পাকিস্তানিদের ঠাট্টা করে বলা হতো 'ফাণ্ডোস', অর্থাৎ ফাণ্ডামেন্টালিস্ট। সেই তকমা অবশ্য এখনো রয়েছে, নিজের দেশের বাইরে পাকিস্তানি নাম শুনলেই মানুষ সন্দেহের চোখে তাকায়। এখন সেই নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন তকমা—চিট।

চিট মানে জোচ্চোর। ইংল্যাণ্ড সফররত পাকিস্তানি ক্রিকেট দলের তিন সদস্য ও দলের ক্যাপ্টেন পাতানো খেলার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হয়েছেন। 'ম্যাচ ফিক্সিং'-এর অভিযোগ পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সম্বন্ধে আগেও উঠেছে। এক-আধজন সেই অভিযোগে অল্পবিস্তর শাস্তিও পেয়েছেন। পুরোপুরি প্রমাণ না মেলায় সেই অভিযোগ সবাই সত্য বলে মেনে নেননি, অভিযুক্ত খেলোয়াড়েরা তো নয়ই। এবারের ব্যাপারটা কিঞ্চিত ভিন্ন। লণ্ডনের নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড পত্রিকা একজন পাকিস্তানি দালালের মাধ্যমে চুক্তি করেছিল যে খেলার ফলাফল তাঁরা বদলে দেবেন। গোপনে রাখা ভিডিও ক্যামেরার সামনে কড়কড়ে টাকা গুনতে গুনতে লোকটি বলেছিলেন, 'বস, কিচ্ছু ভাববেন না। দেখবেন যা যা বলেছি, ঠিক তাই হবে।' হয়েছিলও তাই। খেলার ফলাফল তাঁরা কীভাবে বদলে দেবেন, তার প্রমাণ হিসেবে মাজিদ নামে সেই দালাল জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানি দলের উঠতি পেস বোলার মোহাম্মদ আমির তাঁর বোলিংয়ের তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলটি নো বল করবেন। আর ঘটলও তা-ই। আমিরের পা বোলিং লাইনের এত দূরে পড়েছিল যে আম্পায়ার তাঁকে ডেকে সেই লাইন দেখান। মাইকেল হোলডিং বিবিসির হয়ে খেলার ধারাবিবরণী দিচ্ছিলেন। তিনি সবিস্ময়ে বললেন, 'একি কাণ্ড। আমিরের পা এত দূরে গেল কী করে?' সেই টেস্টে পাকিস্তান এক ইনিংস ও ২২৫ রানে যাকে বলে রীতিমতো গো-হারা হেরেছিল।

এই তিন খেলোয়াড়কে এখন সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। পুরো তদন্তকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। তবে প্রমাণ হাতেনাতে মিলে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা আইসিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আপাতত তাঁদের অন্য কোনো খেলায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অবশ্য যথারীতি 'ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র' বলে চেঁচানো শুরু করেছে। লণ্ডনে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত বলেছেন, পুরো ব্যাপারটাই বানানো। উদ্দেশ্য পাকিস্তানিদের হেনস্তা করা। দেশের ভেতরেও অনেকে এ নিয়ে সব দোষ বিলাতি পত্রিকাটির ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করেছে। কোনো ভারতীয় কানেকশন এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। লতায়-পাতায় কোনোক্রমে সে রকম কোনো যোগাযোগ পাওয়া গেলে তো কেল্লাফতে। তখন পত্রিকার কলাম লেখক থেকে দেশের রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত এক সুরে চেঁচিয়ে বলবেন, সব দোষ ওই নচ্ছার ভারতের।

ক্রিকেট নিয়ে এই কেলেঙ্কারি ঘটল এমন এক সময়ে, যখন পাকিস্তান তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে। দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভয়াবহ বন্যাকবলিত হয়েছে। বহুবর্ষণজনিত কারণে এর আগেও কমবেশি বন্যার ঘটনা পাকিস্তানে ঘটেছে, কিন্তু এমন ব্যাপক হারে নয়। কম করে হলেও দেশের ১ লাখ ৬০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা বন্যাকবলিত। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তানের ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে গেছে। হাজার হাজার সেতু ভেঙে পড়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তলিয়ে গেছে স্কুলঘর। দেশের অবকাঠামোর যে ক্ষতি হয়েছে, এর ফলে দেশটি কয়েক দশক পিছিয়ে যাবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক ত্রাণ বিশেষজ্ঞরা।

এই ব্যাপক বন্যা মোকাবিলায় পাকিস্তানের কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। বন্যাকবলিত মানুষকে কীভাবে, কোথায় নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়া যাবে তার কোনো ধারণাও তাদের আগে থেকে ছিল না। ফলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এদিকে ত্রাণ বিতরণ নিয়ে রীতিমতো কেলেঙ্কারি শুরু হয়েছে। ত্রাণ তৎপরতার দায়িত্বে আছেন সাবেক জেনারেল নাদিম। তিনি অভিযোগ করেছেন, সরকারদলীয় রাজনীতিকেরা ত্রাণ বিতরণে কেবল নাকই গলাচ্ছেন না, নিজের দলের সমর্থকদের জন্য যাবতীয় ত্রাণ দখলেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিদেশ থেকে আসা ত্রাণসামগ্রী কোথা দিয়ে কীভাবে লোপাট হয়ে যাচ্ছে, তার হিসাব মিলছে না।

একদিকে প্রকৃতির প্রতিশোধ, অন্যদিকে একই সময়ে ঘটে চলেছে একের পর এক তালেবানি হামলা। বিদেশের কাছ থেকে ভিক্ষান্ন না জুটলে দেশটি রসাতলে যাবে—এ কথা সবাই মানে। কিন্তু বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে পাকিস্তানি তালেবানরা জানিয়ে দিয়েছে যে বিদেশিদের সাহায্য তারা চায় না। যা সাহায্য দরকার তারাই নাকি দেবে। বিদেশিরা সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের দেখে নেওয়া হবে বলে শাসিয়েছে তালেবান। কথামতো কাজও করেছে তারা। গত মাসে তাদের আক্রমণে সোয়াত উপত্যকায় তিনজন খ্রিষ্টান ত্রাণকর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই বিদেশি ত্রাণকর্মীদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছে।

দুর্ভোগের এখানেই শেষ নয়। এই অভাবিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও গেল দুই সপ্তাহে দেশের ভেতর একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে। এক লাহেরেই নিহত হয়েছে ১৮ জন, আহত হয়েছে ১৯০। পবিত্র রমজানমাসে এমন ঘটনা অভাবনীয়।

মৌলবাদী দলগুলো, যারা এই আক্রমণের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেছে, তাদের একজন মুখপাত্র বলেছেন,শিয়াদের উচিত শিক্ষা দেওযার জন্যই এমন হামলা। কিন্তু তাদের অপরাধটা কী, তা অবশ্য খোলাসা করে বলেননি তাঁরা। শিয়া-সুন্নি দাঙ্গার পর করাচিতে এখন প্রতিদিন পাল্টাপাল্টি হামলা চলছে। এ নিয়ে স্থানীয় রাজনীতিবিদেরাও পারস্পরিক কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছেন। আর পাকিস্তনে কোন্দল মানেই বন্দুক তুলে একে অপরকে খুন করা।

সব মিলিয়ে পাকিস্তানের এখন একেবারে লেজে-গোবরে অবস্থা। অন্য যেকোনো দেশে জাতীয় সংকটের মুখে দেশের মানুষ এককাট্টা হয়, সবাই হাত লাগায় মানুষের দুঃখ লাঘব করতে। পাকিস্তানে ব্যাপারটা উল্টো। সেখানে একে অপরের ওপর দোষারোপ করাটা একটা জাতীয় ক্রীড়া। এবারও সেই একই দৃশ্য। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব অবস্থা সামলাতে পারছে না—এই যুক্তিতে মোজাহের কওমি মুভমেন্টের (এমকিউএম) প্রধান আলতাফ হোসেন পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক সেনা সদস্যদের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন, দেশের এই কঠিন সংকটের সময় জাতীয় স্বার্থে তাদের উচিত হবে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া। মানে আরেকটা ক্যু। হাস্যকর ব্যাপার হলো, পাকিস্তানের বর্তমান কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম শরিক দল হলো এই এমকিউএম। তারা যদি সরকারের ওপর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে সরকারের পতন ঠেকানো অসম্ভব। তা না করে এই সময় আলতাফ 'ভাই' কেন সামরিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানালেন, তা বোঝা খুব কষ্ট নয়। প্রেসিডেন্ট জারদারি ও প্রধানমন্ত্রী জিলানির নেতৃত্ব নিয়ে দেশের অধিকাংশ মানুষই খুশি নয়। তার ওপর বন্যা যখন তুঙ্গে , তখন জারদারি সাহেব বেড়াতে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে (সেখানে তাঁদের পারিবারিক বালাখানা রয়েছে) ও ইংল্যাণ্ডে (সেখানে তাঁর ছেলে থাকেন)। জারদারির বিদেশে যাওয়া মানেই সঙ্গে চৌদ্দজন চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে দল বেঁধে যাওয়া। সবচেয়ে দামি হোটেলটি না পেলে তাঁদের আবার কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। বলা বাহুল্য, সব সম্মানিত অতিথির তাবৎ খরচ মেটানোর দায়িত্ব দেশের সরকারের। এমনিতেই জারদারি সাহেবের জনপ্রিয়তা প্রায় শূন্যের কোঠায়। দেশের এই কঠিন সময়ে তাঁর এই অবকাশ ভ্রমণ কোনো মহলেই অনুমোদন পায়নি। তাঁর পদত্যাগের দাবি আগেও নানা মহলে উঠেছে, এবার সেই দাবি আরও জোরদার হয়েছে। কিন্তু নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে হটো বললেই তাঁকে হটানো যায় না। অতএব পাকিস্তানিদের কাছে যে পরীক্ষিত শর্টকাট পথটি রয়েছে, অর্থাৎ দেশপ্রেমিক সেনা ভাইদের আদর করে গদিতে বসানো, আলতাফ ভাই সে কাজটিই করার প্রস্তাব করেছেন। তারপর সত্যি সত্যি যদি সেই সব প্রেমিকজন গদি দখল করেই বসেন, তখন যেন সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা যায়, আলতাফ হোসেন তা নিশ্চিত করতেই আগ বাড়িয়ে এমন প্রস্তাব রাখলেন।

পাকিস্তানের এই বেহাল অবস্তায় ভীষণ মন খারাপ করা মেজাজে আছে বিদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানিরা। মানুষের গালমন্দ তাদেরই সহ্য করতে হয়। গেল সপ্তাহে করাচির ডন পত্রিকায় অস্ট্রেলিয়া থেকে আয়শা আমজাদ নামে এক আইনজীবী সক্ষোভে লিখেছেন, আজকের যে পাকিস্তান, তার ভেতর 'পাক' জিনিসটা কোথায়? প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন; 'হ্যাঁ, পাক (অর্থাৎ পিওর) যদি বলতে হতো, তো আমরা দুর্নীতিতে পিওর, পারস্পরিক ঘৃণার দিক দিয়ে পিওর, সহিংসতার দিক দিয়ে পিওর, অবিচার-অনাচারের দিক দিয়ে পিওর, অধঃপতনের দিকে দিয়ে পিওর।

একসময় এই তথাকথিত 'পিওর' পাকিস্তানের আমরা অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, সে কথা ভাবতেই গা গুলিয়ে ওঠে। দেশটির দুর্ভাগ্যের আসল কারণ, তার ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতা গড়ার সুযোগ সে পায়নি। যখনই তেমন কোনো সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, দেশপ্রেমিক ভাইয়েরা নিজেদের পাতানো খেলায় সেই সম্ভাবনা নস্যাৎ করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছেন। তাঁদের সেই খেলায় কখনো সমর্থনের হাত বাড়িয়েছেন পেশাদার রাজনীতিক, কখনো দেশের বিচারব্যবস্থা। এবারও সেই একই খেলার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। কিন্তু খেলা শুরুর আগেই তারা বমাল 'কট' হলেন, যেমন হাতেনাতে 'কট' হয়েছেন সে দেশের মহাসম্মানিত ক্রিকেটাররা।

পাকিস্তানের 'পাক' অনেক আগেই ছাঁটা পড়েছে। এখন যদি পাকিস্তান নামটি বদলে 'ফাকিস্তান' রাখা হয়, তাহলে বোধহয় খুব আপত্তির কিছু থাকবে না।

(প্রথম আলো ১৭/০৯/২০১০ ঢাকা)

ক্ষুদ্ররাও ঐক্যগুণে
মহাবল ধরে।
তৃণগুল্ম বেঁধে রাখে
মত্ত হাতিবরে।।
—চানক্য

মায়ের ডাক
প্রাপ্তিস্থান ঃ
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র।
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা- ৭০০ ০৭৩

দুর্জনের মিষ্ট বাক্যে কভু না ভুলিও। / তাদের কথায় বিশ্বাস না করিও।

মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে তারা কার্য উদ্ধার করে। / বিষের কলসীর মত ত্যাগ করে তারে।।—চানক্য

আশ্রয়

সুনীল আচার্য

রাত শুনশান। গভীর।

এক যুবতী নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে ছুটতে গ্রামের শেষ প্রান্তে শ্মশানের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। কিছু ভাবতে পারে না। ভয়ে বুক ধুকপুক করছে। বুকের খাঁচায় প্রাণ রাখা দায়। চারদিক ফাঁকা। খাঁ খাঁ শূন্যতা। পাশে ছোট্ট নদী। ছুটে আসে জলমেশানো ঠান্ডা হাওয়া। তবু যুবতী ঘামছে। উত্তেজনায় কাঁপছে। বুকে হাত দিয়ে বুঝতে চায় প্রাণের স্পন্দন। হ্যাঁ, সে বেঁচে আছে। তবু ভাবে—কোন্‌দিকে যাবে। আগে দক্ষিণের বাতাস ছিল স্নিগ্ধ। পূর্বের রোদ ছিল বড় মিষ্টি। এখন নিরেট শুষ্ক। সুন্দর, বিশ্বাস, ভালবাসা বলতে যা বোঝায়, তা এখন সব সাফসুফ। লুটপাট।

যুবতী ভ্যাবাচ্যাকা খায়। অসহায়। কোন রাস্তায় গেলে মিলবে নিরাপদ আশ্রয়। শুধু পরণের শাড়ি সম্বল করে একটু আশ্রয়ের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে। পিছনে মাংসলোভী শয়তানরা, তাকে ছিঁড়ে খাবে বলে তাড়া করেছে। ধরতে পারলে রেহাই নেই। ছুটতে ছুটতে সে ক্লান্ত। হাঁপাচ্ছে। যুবতীর আঁচল লুটিয়ে পড়েছে রাস্তার উপর। বুঝতে পারছে না কোন্ রাস্তায় গেলে সে বাঁচাতে পারবে তার জীবন যৌবন।

শ্মশানের কাছেই এক ঝুপড়ি। ঝুপড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। এক বৃদ্ধা সেখানে রাত্রি কাটায়। ঝুপড়িটি তার বাসস্থান। বৃদ্ধার সারাটা দিন কেটে যায় ভিক্ষে করে। এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে ঘুরে। রাতে সে ফিরে আসে এখানে। বৃদ্ধার ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মত দুটি কুকুর এসে বসে তার সামনে। বৃদ্ধা পুটলি খোলে। রুটি বের ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। কুকুর দুটি খায় আর লেজ নাড়ে। ঝুপড়ির ধারে কাছে কেউ এলে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ওরা বৃদ্ধার পাহারাদার। সত্যিকারের হকদারের হক রক্ষার্থে ওরা তৎপর।

যুবতী বৃদ্ধার সামনে এসে জানতে চায়—থানাটা কোনদিকে গো মাসি?

মাসি ডাকে বৃদ্ধা বিগলিত হয়। গভীর রাতে যুবতীকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বয়সের অভিজ্ঞতায় যুবতীর অবস্থা আন্দাজ করে।

সে প্রশ্ন করে—কোথা থেকে আসছিস মা?

—গাঁ থেকে।

—কেন?

—ওরা আমাকে...বলেই যুবতী থেমে যায়। বৃদ্ধা বুঝতে পারে। তবু বলে—কেন?

যুবতী ধীরে ধীরে তার সব কথা বৃদ্ধাকে বলতে থাকে।

দেবীপুরে তার ঘর। বাবা-মা একাত্তরে মারা গেছে। তখন ও খুব ছোট। মামার কাছে মানুষ। ওরা দুই বোন। বড় বোন ও সে বড় হতেই মামী ওদের তাড়িয়ে দেয়। নিজেদের ঘরে ফিরে আসে। ছোটকাকা আছে। ওদের দেখে না। মেজকাকা দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়াতে চলে গেছে। ওরা দুই বোন এর ওর বাড়িতে ধান ভেনে খেত। টুকিটাকি ঠিকেঝির কাজ করত। দিদি ডাগর হতেই মোল্লাপাড়ার কামরুল তাকে ফুঁসিয়ে নিয়ে নিকে করেছিল। দিদি কামরুলকে ভালবাসত। নিজের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হল। তবু রক্ষে নেই। কামরুল দিদিকে বেদম মারধোর করত। অকথ্য অত্যাচার করত। গ্লানিতে দিদি বিষ খেয়ে একদিন আত্মহত্যা করল। এখন সে একা। এর ওর বাড়িতে কাজ করে খায়। কিন্তু রাতে একা ঘরে থাকা দায়। গ্রামে তিনঘর হিন্দু। বাকি সব মুসলমান। রাতেদিনে মোল্লা ছেলেগুলো তাকে উৎপাত করে। আজ রাতে ঘরের বেড়া কেটে তাকে তুলে নিতে এসেছিল। ও বুঝতে পেরে পালিয়েছে।

সব শুনে বৃদ্ধা বলে—তাই বল! বস মা, আমার কাছে বস।

জানিস তো, মুসলমানরা প্রতিবেশি হয় না। হিন্দুদের ওরা সেভাবে দেখে না। অথচ একসময় কি সুন্দর ছিল সবার ব্যবহার। দেশের বদল হতেই ওরাও বদলে গেল।

তারপর বৃদ্ধা তার নিজের কথা বলে: একসময় জায়গাজমি সবই ছিল। স্বামী ছিল। ঘর ছিল। একদিন রাতে মুসলমান ডাকাত আমার মাথার সিন্দুর কেড়ে নিল। পাড়াপড়শিরা আমাকে প্রথম প্রথম দেখভাল করত। তারপর আর না। তারপর ধীরে ধীরে এমন পরিস্থিতি হল যে ঘরে থাকা দায়! তাই একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে এলাম এই আধা শহরে। এখন শ্মশানের কাছে পড়ে আছি। আগে এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঠিকেঝির কাজ করতাম। মুসলমান বাড়ি। কখনো হিন্দু বাড়ি। একদিন হাকিম মৌলবীর বাড়িতে কাজে গেছি। বাড়িতে লোকজন নেই। ফাঁকা। কাজ করছি আপন মনে। হঠাৎ হাকিম মৌলবী আমাকে জোর করে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। তারপর জোর করেই ধর্ষণ করে। আমি ইজ্জত হারালাম। ঘৃণায় বিশ্বাসভঙ্গে ব্যথিত হলাম। তারপর থেকে আর মুসলমান বাড়িতে কাজ করতাম না। বেছে বেছে চারপাঁচ ঘর হিন্দু বাড়িতে কাজ করতাম। সেই হিন্দু বাড়ির সংখ্যাও দিনে দিনে কমতে লাগল। ইন্ডিয়াতে চলে যাচ্ছে তারা একে একে। শেষে একটা বাড়ি। সেখানে কাজ করেছি দীর্ঘ দশ বছর। এখন বয়স হয়েছে। পারি না। তাই ভিক্ষে করি। তাও বেছে বেছে হিন্দু বাড়ি। মুসলমানরা আমাকে ভিক্ষে দেয় না।

বৃদ্ধার কথা শুনে যুবতী তার কাছে বসল। সহানুভূতিতে যুবতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বৃদ্ধা বলল—তাই বলেছিলাম মা, এত রাতে কোথায় যাবি?

—থানায়। বল মাসি থানাটা কোনদিকে?

—যে সম্পদ বাঁচাবার জন্যে ঘর থেকে পালিয়ে এসেছিস মা, থানায় গেলে তা কি বাঁচাতে পারবি? ওরা তো এই রাতে তোকে পেলে কাঁচা আমের মত চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে।

—তাহলে ইষ্টিশনে যাই। সেটা কোন দিকে?

—থানার মত ইষ্টিশনও বড় ভয়ঙ্কর জায়গা মা। ইষ্টিশনের পুলিশরাও রাতে একশ্রেণীর জন্তু। তাছাড়া গভীর রাতে সেখানে অনেক হায়নারা চলাফেরা করে। ওদের হাত থেকে রেহাই পাবি না।

—তাহলে এ শহরের এম এল-এ-এর ঠিকানা বলে দাও? রাত্রিটা না হয় সেখানেই কাটাবো। হাজার হোক জনপ্রতিনিধি—

—তুই জানিস না মা, দিনের বেলায় ওরা জনদরদী, দেশপ্রেমিক। রাতে ওরা রঙ বদলায়। ধর্মপ্রাণ হলে কি হবে। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে রাতে মদ খায়। এই সময় ওর সামনে তুই হাজির হলে তোকেও ছিঁড়ে খাবে!

—তুমি জানলে কি করে?

—আমি যে ভুক্তভোগী।

—তাহলে আমি কি করবো? এই অসহায় আমি, বাঁচার কি রাস্তা নেই?

বৃদ্ধা নীরব।

যুবতী আবার বলে, মাসি শুনেছি এই শহরে এক মস্ত প্রগতিশীল নেতা বাস করে, তিনি নারীদের ইজ্জৎ দেন!

—তুই শুনেছিস মা, মুসলমানরা প্রগতিশীল হয় না! ওরা এখন রাস্তা বদল করেছে। ওরা আগে যেটাকে ঘৃণা করত, এখন সেটাকেই ভালোবেসে মাথা খুঁড়ে মরছে।

—তাহলে উপায়? ভরসার আলো একে একে নিভে আসে। পুনরায় জানতে চায়—বাসস্ট্যান্ডে কি রাতটা কাটানো যাবে না?

—বাসস্ট্যান্ড তো এখন সমাজের মস্তানদের আখড়া। তোকে পেলে ওরা প্রকাশ্যে নিলামে তুলবে।

—মাসি, কোন ভদ্র বাড়ির দরজায় করাঘাত করি গে?

—ঠাঁই হবে না। কেউ ফালতু ঝুট-ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চায় না!

—মাসি, এ দেশে কোথাও কি আমাদের নিরাপত্তা নেই?

—আছে। এখানে বস মা! আমার পাশেই বসে থাক। মাসি বলে ডেকেছিস, আজ থেকে আমার এখানে, আমার সঙ্গেই থাকবি মা!

—যদি শয়তানরা এসে পড়ে?

—এই কুকুর তাদের ছিঁড়ে ফেলবে। এই কুকুর তোকে রক্ষা করবে। জানিস মা, আগে একটা মুসলমান বাচ্চাকে কাছে রেখেছিলাম, তাকে খাওয়াতাম। আদর করতাম। ছেলের মত লালন- পালন করতাম, সেই ছেলেটা একদিন রাতে আমার দীর্ঘদিনের জমানো টাকা পয়সা যা কিছু ছিল, সব নিয়ে পালালো।

—বড্ড নিমক্‌হারাম তো মাসি!

—হাঁ। যে খাবার মুসলমান বাচ্চাটাকে খেতে দিলাম, এখন সেই খাবারটা এই কুকুর দুটিকে খাওয়াই। কার সাধ্যি রাতে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। তুই নিশ্চিন্তে আমার কাছে থাক মা! ওইসব বাজে মানুষের চেয়ে কুকুর এখন অনেক উপকারি, অনেক বিশ্বাসী।

International Bangladesh Foundation

Bangladesh Seminar

Monday 21 January 2011, 1 lam-1pm
Committee Room 3, Houses of Parliament
London SW1A OPW

All the major political parties of Bangladesh including British Lords, MPs, MEPs, Human Rights Organisations, and Universities Academics will speak at the meeting. The admission is restricted by invitation only.

The seminar will be chaired by Lord Avebury, Vice Chair of UK All-Party Parliamentary Human Rights Group & Chairman of International Bangladesh Foundation.

কবির কল্পনায় সবই সম্ভব হয়। / মদ্যপের কোন কথাই অসম্ভব নয়।।
মাংসভক্ষণ, সুরাপান, আর মূর্খজন। এই তিন শ্রেণী পশুতুল্য রূপে গণ্য হন।
মানুষের আকৃতি হলেও এরা পশুতুল্য। পৃথিবীর বোঝা এরা নেই কোন মূল্য।। —চানক্য

প্রকাশক, মুদ্রক —সুভাষ চক্রবর্ত্তী, ৮৫ এ পি সি রোড, কোলকাতা-৯, প্রধান কার্যালয় ঃ স্কুলপাড়া, শ্রীখণ্ডা, কোলকাতা - ১৫২ কর্তৃক প্রকাশিত
আনন্দ প্রিন্টার্স, ৩/১সি মোহনবাগান লেন কোলকাতা - ৪ হইতে মুদ্রিত
সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক ঃ সুভাষ চক্রবর্ত্তী
ফোন নং ঃ ৯২৩৯৭৬৯৯৩৮